যুগান্তর

তারিখ 24 APR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে সকল কিছু চলিতেছে অদ্ভুত নিয়মে। বিশেষ করিয়া শিক্ষা বিভাগে অনিয়মই নিয়মে পরিণত হইয়াছে। এইখানে শিক্ষক আছেন তো শিক্ষার্থী নাই, শিক্ষার্থী আছে তো স্কুল ভবন নাই। স্কুল ভবন আছে তো মাথার উপর ছাদ নাই। কয়েকদিনের ব্যবধানে যুগান্তরে প্রকাশিত দুইটি রিপোর্টে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার করুণ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার দপদপিয়া ইউনিয়নের গোয়ালকাঠি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করিতেছে খোলা আকাশের নিচে। ৩১ মার্চ স্কুলের একমাত্র টিনশেড ভবনটি ভাঙিয়া পড়িলেও অদ্যাবধি ক্লাস করিবার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা হয় নাই। গ্রীষ্মের এই দাবদাহে যেইখানে ঘরের মধ্যে টেকানোই দায়, সেইখানে উন্মুক্ত মাঠে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ক্লাস করা যে কত দুর্বিষহ সেই কথা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয় খবরটি নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রীনিবাসের। এক কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০৬ সালে ছাত্রীনিবাসটির নির্মাণ কাজ শেষ হইলেও এখনও পর্যন্ত চালু করা হয় নাই। ফলে উহা ছাত্রীদের আবাসস্থল না হইয়া পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গের আবাসস্থলে পরিণত হইয়াছে। ইতিমধ্যে দেয়ালে ফাটল ধরিয়াছে। জোট সরকারের আমলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয়করণের যেই মহড়া চলিতেছিল উহা হইতে নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রীনিবাসটিও রেহাই পায় নাই। অতিউৎসাহীরা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নামে ছাত্রীনিবাসের নামকরণ করিলে অন্যরা বিরোধিতা করে। ইহা লইয়া আন্দোলন-বিক্ষোভের ঘটনাও ঘটিয়াছে। ফলে ছাত্রীনিবাসটি নামকাওয়াস্তে উদ্বোধন করা হইলেও ছাত্রীরা সেইখানে উঠিতে পারে নাই। জোট সরকার বিদায় লইবার পর নামফলক মুছিয়া ফেলা হইলেও কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে ছাত্রীনিবাসটি চালু করা সম্ভব হয় নাই। তিন বৎসর ধরিয়া ভবনটি পরিত্যক্ত থাকায় দেয়ালে যেমন ফাটল ধরিয়াছে তেমনি পলেস্তরাও খসিয়া পড়িতেছে। শিগগিরই ভবনটির সংস্কারপূর্বক ছাত্রীদের বসবাস উপযোগী করা না হইলে ইহা চিরতরে পরিত্যক্ত হইতে পারে। এই ধরনের অনিয়ম-অব্যবস্থা রহিয়াছে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। যাহাদের অবহেলার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বেহাল অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লইতে হইবে। আমরা অবিলম্বে নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রীনিবাসটি চালু করিবার দাবি জানাইতেছি। একই সঙ্গে গোয়ালকাঠি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিও সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অবিলম্বে ভাঙিয়া পড়া স্কুল ভবনটি পুনর্নির্মাণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লওয়া হউক। কাহারও গাফিলতির কারণে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা বাধাগ্রস্ত হইতে দেওয়া যাইবে না।